গাংনীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, বন্ধ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদকে মারধর, গুরুতর জখম, চুরি, অপহরণের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আবুল কালাম আজাদ জানান, গত ১৫ জুলাই রাত প্রায় ৮টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনি গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ১৭ জুলাই নথিভুক্ত হয় (মামলা নং-২৩)।

মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামিরা হলেন— গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিশিরপাড়ার ইমন হোসেন, মো. গাফফার, মো. ইয়ামিন, মো. বশির, জামিরুল, সোলায়মান ও শামীম।

ঘটনার পর থেকে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে জমি ক্রয়-বিক্রয়, দলিল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা বলেন, তার অফিসের স্টাফ আবুল কালাম আজাদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করায় জেলা রেজিস্ট্রারের নির্দেশে অফিসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। বহিরাগতরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকারি কর্মচারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন

ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারকের ওপর হামলার ঘটনায়ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছিলেন।

পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাম বলেন,আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এ কারণে বিক্ষোভ তো লোকজন তাকে আটকে রাখে।

এদিকে মামলার বাদীর দাবি, হামলাকারীরা তাকে মারধর করার পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টা, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তারেক নাহিয়ান বলেন, মামলার আসামিদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর সহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হবে।

গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

মেহেরপুরে আবু জাফর দম্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

মেহেরপুরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (নগদ) মাধ্যমে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আবু জাফর ওরফে কনক দম্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ৭ মে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করেন মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবসায়ী হাসান হাফিজুর রহমান। মামলাটি আমলে নিয়ে বিচারক আসামিদের বিরুদ্ধে সময় জারি করেছেন।

মামলার আসামিরা হলেন শহরের মন্ডলপাড়ার মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক কনক ও তার স্ত্রী মোছাঃ ফিরোজা। মামলার বাদি হাসান হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বাদীর এশিয়া নেট মোড়ে “সাদাদ মেডিসিন কর্নার” নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি বিকাশ, নগদসহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবাও পরিচালনা করেন তিনি। আসামিদের বাড়ি বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি হওয়ায় এবং তারা নিয়মিত ওষুধ ক্রয় করায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আসামিরা বাদীর প্রতিষ্ঠানে এসে জানান, তাদের মেয়ে ঢাকায় পড়াশোনা করেন এবং জরুরিভাবে তাকে টাকা পাঠাতে হবে। পরে বাড়ি থেকে টাকা এনে পরিশোধ করবেন বলে আশ্বাস দেন তারা।

বাদী সরল বিশ্বাসে আসামিদের দেওয়া ০১৮৭৬-২৫৯৮৬৪ নম্বরে প্রথমে ১৮ হাজার ৫০০ টাকা এবং পরে আরও ১৮ হাজার ৭৫০ টাকা পাঠান। এতে মোট ৩৭ হাজার ২৫০ টাকা প্রদান করা হয়।

এরপর থেকেই আসামিরা বাদীর প্রতিষ্ঠান ও আশপাশে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। মোবাইল ফোনেও যোগাযোগের চেষ্টা করলে তারা সাড়া দেননি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বাদী মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সমিতির পক্ষ থেকে আসামিদের ডাকা হলেও তারা উপস্থিত

হননি। পরে বাজার কমিটির সদস্যরা আসামিকে তার ইজিবাইকসহ আটক করলে তিনি জামানত হিসেবে ইজিবাইকটি ব্যবসায়ী সমিতিতে রেখে যান। তবে এখনো টাকা পরিশোধ করেননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

সর্বশেষ গত ১ মে বিকেল ৫টার দিকে বাদী সাক্ষীদের নিয়ে আসামিদের বাড়িতে গিয়ে পাওনা টাকা চাইলে আসামিরা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং খুন-জখমসহ বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার ভয়ভীতি দেখিয়ে অপদস্থ করে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার

৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে

গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের

দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসডিসির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের পর অভিযুক্ত এনজিও সোসাইটি

ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এসডিসি) বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খাইরুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারীদের সাথে কথা বলা হয়েছে, তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগকারী রোকেয়া খাতুন ও তার স্বামী কাজী মঈন উদ্দিনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের এখনো নতুন ঋণ দেওয়া হয়নি। অথচ সংবাদ প্রকাশের কয়েকদিন আগে এসডিসির মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক জিনারুল ইসলাম বলেছিলেন, সপ্তাহখানেক পর তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন ছাপা ও অনলাইন সংস্করণে এসডিসির বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদ পাঠকদের জন্য পুনরায় তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে

পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে এসডিসি এনজিও’র বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।